**পাণ্ডবদের বংশধর ---**

**পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পরেও শেষ হয়ে যায়নি পাণ্ডবদের বংশ। শুধু সংস্কৃতিতেই নয়, তারা বহমান বংশধারাতেও। আজও টিকে আছেন পাণ্ডবদের বংশধর। তবে তারা আজ ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত। তাদের পরিচয় পাওয়া যায় মেয়ো মুসলিম বলে। এই গোষ্ঠীর দাবি, তারা পাণ্ডবদের উত্তরসূরী।**

**কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে অভিমন্যুর ছেলে পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার দিয়ে মহাপ্রস্থানে যান পঞ্চপাণ্ডব। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অনুযায়ী পাণ্ডবদের বংশতালিকা হল‚ অর্জুন-অভিমন্যু-পরীক্ষিৎ-জন্মেয়জয়-শতানীক-সহস্রানীক-অশ্বমেধজ-অসীমাকৃষ্ণ-নেমিচক্র-চিত্ররথ-সূচিরথ-বৃষ্ঠিমান-সুষেণ-সুনীত-নীচাক্ষু-সুখীনল-পরিপ্লব-সুন্যায়-মেধভি-নৃপাঞ্জয়-দুর্বা-নীমি-ক্ষেমক। এর মধ্যে নেমিচক্রর শাসনে রাজধানী হস্তিনাপুর থেকে সরে গিয়েছিল কৌশাম্বীতে। কারণ প্রবল বন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল হস্তিনাপুর।**

**পাণ্ডব বংশের উত্তরাধিকার স্বরূপ সর্বশেষ নাম হল ক্ষেমক। এরপর অন্যকোনো বংশের হাতে তারা পরাজিত হন এবং বিস্মৃত হন। আবার তাদের সম্বন্ধে শোনা গেল মধ্যযুগে। ভারতের দরজায় তখন পরাক্রমশালী বাবর। তাকে বাধা দেন মেওয়াতি রাজা। উত্তর প্রদেশ‚ হরিয়ানা এবং রাজস্থান জুড়ে বিস্তৃত মেওয়াত অঞ্চল। বাবরের কাছে পরাজিত হন মেওয়াতি রাজা। তারপর থেকে ভারতীয় জনধারায় আসে নতুন শাখা। মেওয়াতি মুসলিম বা মেয়ো মুসলিম। ধর্মান্তকরণের পরে তারা ইসলাম অনুযায়ী একেশ্বরবাদী। কিন্তু হিন্দু ধর্মের বহু রীতি পালন করেন। কারণ তাদের বিশ্বাস‚ তারা মহাভারতের পাণ্ডব বংশজাত।**

**শ্রীরামচন্দ্র‚ শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদের বংশধর হিসেবে দশেরা‚ হোলি ও দিওয়ালির মতো পার্বণ পালন করেন। ভারতে প্রায় চার লাখ মেওয়াতি মুসলিম বাস করে। লোকশিল্পে অত্যন্ত দক্ষ এই সম্প্রদায় নিজেদের শিকড়ের কাহিনী বলে চলেন। ঐতিহ্যের প্রতি খুব যত্নশীল। মেয়ো মুসলিমদের বিয়েতে পালিত হয় হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের রীতিনীতি। তাদের অনেকের নামের সঙ্গে আছে ‘সিং‘ পদবী।**

**অনুমান করা হয় দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে তারা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। আজ হিন্দু বা মুসলিম কোনো সম্প্রদায়েই তাদের সেরকম গ্রহণযোগ্যতা নেই। হিন্দুরা তাদের মুসলিম বলেন আর মুসলিমরা বলেন‚ তারা প্রকৃত মুসলিম নন।**

**কামরুল হাসান আহমেদ**

**বি,এ(সম্মান) এম,এ (সংস্কৃত)**

**রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।**

**সহকারি শিক্ষক**

**শালগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়**

**আদমদীঘি, বগুড়া।**